بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

نحمدہ و نصلّی علی رسولہ الکریم

সংক্ষিপ্তসার খুতবা ঈদ উল আযহা ২০২৫

আমাদের ঈদ যেন কেবল বাহ্যিক আড়ম্বর আর লোকদেখানো উৎসবে পর্যবসিত না হয়; বরং তা যেন হয়ে ওঠে আল্লাহ্‌র অধিকার ও সৃষ্টির অধিকার পরিপালনের এক অনন্য মহিমা।

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ খলিফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস আইয়্যাদাহুল্লাহু তাআলা বেনাস্‌রিহিল আযিয কর্তৃক ৬'ই জুন, ২০২৫ ইং তারিখে ইসলামাবাদের মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত খুতবা ঈদ উল আযহার সংক্ষিপ্তসার

আশ্‌হাদু আল্লাহ্ ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্‌দাহু লাশারীকালাহু, ওয়াশ্‌হাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়ারসূলুহু। আম্মাবাদু ফা-আউযুবিল্লাহি মিনাশ শয়তানির রজিম, বিসমিল্লাহির রহ্‌মানির রহিম। আল্‌হামদু লিল্লাহি রব্বিল 'আলামিন। আর রহ্‌মানির রহিম। মালিকি ইয়াওমিদ্দিন। ইয়্যাকা না'বুদু ওয়া ইয়্যাকা নাস্‌তাঈ'ন। ইহ্‌দিনাস সিরাত্বাল মুসতাক্বীম। সিরাত্বাল লাযীনা আনআ'মতা আ'লাইহিম। গায়রিল মাগদূবি 'আলায়হিম। ওয়ালাদ্‌দল্লীন।

তাশাহ্‌হুদ, তা'ঊয ও সূরা ফাতিহা পাঠের পর সূরা আল্ হাজ্জের ৩৫-৩৯ নম্বর আয়াতসমূহের তিলাওয়াত ও অনুবাদ উপস্থাপন করে সৈয়্যদনা হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন :

এই তাত্ত্বিক বিষয়ের মাধ্যমে আমাদের অন্তরে এই উপলব্ধির উন্মেষ ঘটানো হয়েছে যে, কুরবানির গূঢ়ার্থ কেবল অন্য কোনো প্রাণের উৎসর্গ নয়, যেমনটি ঈদুল আজহার সময় পশু কুরবানির মাধ্যমে সম্পন্ন করা হয়; বরং এটি আমাদের এই শাশ্বত সত্য শিক্ষা দেয় যে, মহত্তর লক্ষ্য অর্জনে হীনতর বস্তুকে বিসর্জন দিতে হয়। অতএব, তোমাদেরকেও আপন স্রষ্টা খোদার সন্তুষ্টির নিমিত্তে আত্মোৎসর্গের জন্য সর্বদা প্রস্তুত থাকতে হবে। আল্লাহ্ তোমাদের নিকট থেকে কেবল 'তাকওয়া' বা পরম ধর্মনিষ্ঠার প্রত্যাশা রাখেন। আল্লাহ্‌তা'লার একমাত্র অভিপ্রায় হলো, তোমাদের হৃদয়ে যেন সর্বদা তাঁর মহিমা ও পরম ভয় জাগ্রত থাকে এবং তোমরা যেন প্রতিক্ষণ এই প্রচেষ্টায় ব্যাপৃত থাকো যে, কীভাবে তাঁর আদেশাবলি পালন করে তাঁর সন্তুষ্টি অর্জন করা যায়।

হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন:

বর্তমানে পাকিস্তানে আহ্‌মদীয়া জামা'তকে কুরবানি প্রদানে বাধা দেওয়া হচ্ছে এবং বিগত কয়েক বছর ধরেই আমাদের কুরবানি করা থেকে নিবৃত্ত রাখার এই ধারা অব্যাহত রয়েছে। অথচ কুরবানির প্রকৃত নির্যাস হলো 'তাকওয়া'। অর্থাৎ, যদি আমাদের বাহ্যিক কুরবানি করতে দেওয়া নাও হয়, তবুও আল্লাহ্‌তা'লা আমাদের অন্তরের অন্তঃস্থল সম্পর্কে সম্যক অবগত আছেন যে, আমরা কোন পবিত্র নিয়তে এই কুরবানি সম্পন্ন করতে চেয়েছিলাম। আমাদের সংকল্প যদি তাকওয়ার ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকে, তবে পশু কুরবানি করতে না পারা সত্ত্বেও আল্লাহ্‌তা'লা আমাদের কুরবানি গ্রহণ করবেন। পক্ষান্তরে, যারা কেবল লোকদেখানো কুরবানি করে, তাদের সেই কর্ম তো তাকওয়া-বিবর্জিত। তারা কি আদৌ

আল্লাহ্‌র বিধান পালন করছে? আল্লাহ্ কি কখনো এই নির্দেশ দিয়েছেন যে, মানুষের অধিকার পদদলিত করো? আল্লাহ্ কি কখনো বলেন যে, মানুষের ওপর অত্যাচার করো কিংবা তাদের আল্লাহ্‌র ইবাদত থেকে বঞ্চিত করো? আল্লাহ্‌তা'লা কখনোই এমন নির্দেশ প্রদান করেননি।

প্রকৃতপক্ষে, আল্লাহ্‌তা'লা তো সেই প্রত্যেক ব্যক্তিকে 'মুসলমান' হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছেন যে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' পাঠ করেছে। অথচ বর্তমানে পাকিস্তানে আহ্‌মদীদের সাথে যা করা হচ্ছে, তা মানুষকে খোদাপ্রাপ্তির পথ থেকে বিচ্যুত করারই নামান্তর; এটি চরম অবিচার। যা'হোক, আমাদের কর্তব্য হলো এই পরম সত্য অনুধাবন করা যে, এই কুরবানিগুলো কেবল আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভের সোপান মাত্র। সুতরাং আমরা যদি পশু কুরবানি করতে অসমর্থও হই, তবুও আল্লাহ্‌তা'লা তা গ্রহণ করবেন; কেননা তিনি স্বয়ং ঘোষণা করেছেন যে, আমার নিকট তোমাদের কুরবানির মাংস বা রক্ত পৌঁছায় না, বরং তোমাদের তাকওয়াই আমার নিকট পৌঁছে থাকে।

আল্লাহ্‌তা'লা স্পষ্টভাবে ঘোষণা করেছেন যে, তোমাদের সৃষ্টির মূল লক্ষ্যই হলো 'হুকুকুল্লাহ্' (আল্লাহ্‌র অধিকার) আদায় করা এবং তাঁর ইবাদত করা। এর মধ্যে সর্বপ্রথম ও প্রধান বিষয়টি হলো জামাতের সাথে নামায প্রতিষ্ঠা করা। বর্তমানে যখন চারদিক থেকে কঠোরতা ও প্রতিকূলতা প্রদর্শন করা হচ্ছে, তখন আমাদের কর্তব্য হলো পূর্বের চেয়েও বেশি একাগ্রতার সাথে নিজেদের নামাযের সুরক্ষা করা। আমাদের উচিত মহান আল্লাহ্‌র দরবারে এমনভাবে ক্রন্দনরত অবস্থায় দোয়া করা যেমন একটি জবেহকৃত পশু ছটফট করতে থাকে; অনুরূপভাবে আমাদের আমলসমূহে সেই ব্যাকুলতা প্রকাশ পাওয়া উচিত। বিশেষ করে পাকিস্তানে বসবাসরত আহ্‌মদীদের এই বিষয়ে সবিশেষ মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন। নামায কেবল কাঁধ থেকে বোঝা নামানোর জন্য পড়লে চলবে না, বরং এর অধিকার আদায় করে তা পাঠ করতে হবে। জামাতের সাথে এবং অত্যন্ত যত্ন সহকারে ও সুন্দরভাবে নামায সম্পন্ন করা উচিত।

হুযূর (আই.) বলেন:

আজ আপনারা এই অঙ্গীকার করুন যে, আমরা আমাদের ইবাদতের মানকে সুউচ্চ পর্যায়ে নিয়ে যাব। পাকিস্তানে সম্ভবত আমাদের ঈদের নামাজ (মসজিদে) আদায় করার অনুমতি দেওয়া হবে না; প্রশাসনের পক্ষ থেকে বিভিন্ন বিধি-নিষেধ আরোপ করা হতে পারে বা ইতোমধ্যে করা হয়েছে, তবুও আমাদের বিন্দুমাত্র বিচলিত হলে চলবে না এবং হৃদয়ে হতাশা বা নিরাশার স্থান দেওয়া যাবে না। আপনারা নির্দ্বিধায় নিজেদের ঘরেই ঈদের নামাজ আদায় করে নিন। তবে এই দৃঢ় সংকল্প করুন যে,আমরা মহান আল্লাহ্‌র ইবাদত এবং তাঁর বান্দাদের অধিকার আদায়ের জন্য নিরন্তর চেষ্টা চালিয়ে যাব। নামাযের অধিকার পরিপূর্ণভাবে আদায় করার জন্য আমাদের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা গ্রহণ করা উচিত।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন:

ইবাদতের দুটি মৌলিক স্তম্ভ রয়েছে। প্রথমটি হলো, মানুষ আল্লাহ্‌কে সেই মাত্রায় ভয় করবে, যা তাঁর প্রতি যথাযথ ভয় প্রদর্শনের দাবি রাখে। আর দ্বিতীয় অংশটি হলো, মানুষ আল্লাহ্‌র প্রতি সেই স্তরের প্রেম ও অনুরাগ পোষণ করবে, যা তাঁর প্রকৃত মহব্বত লাভের জন্য অপরিহার্য।

ইসলাম এই উভয়বিধ আদেশ পালনের নিমিত্তে একটি রূপরেখা নির্ধারণ করেছে 'নামায', যার মধ্যে ঐশ্বরিক ভীতির দিকটি প্রস্ফুটিত। অপরদিকে, হৃদয়ের গভীরতম ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশের জন্য 'হজ্জ' প্রবর্তন করা হয়েছে। শত্রুর নিরন্তর অপচেষ্টা হলো আহ্‌মদীরা যেন তাদের ইমান থেকে বিচ্যুত হয়, কিন্তু তাদের এই হীন উদ্দেশ্য কখনোই সফল হওয়ার নয়। যে ব্যক্তি আদর্শ ও চারিত্রিকভাবে

একজন দৃঢ় আহ্‌মদী এবং যার অন্তরে ইমানের আলোকবর্তিকা প্রজ্বলিত, সে শত্রুর পাশবিক জুলুমের মুখে কখনোই পশ্চাদপসরণ করতে পারে না। বর্তমানের এই প্রতিকূল দিনগুলোতে আমাদের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা হওয়া উচিত যেন আমরা আমাদের ইবাদতের মানকে পূর্বের চেয়ে আরও সুউচ্চ শিখরে উন্নীত করি।

পাকিস্তানে বসবাসরত বহু আহ্‌মদী রয়েছেন যাঁদের আত্মীয়-স্বজন প্রবাসে অবস্থান করছেন। তাঁরা যদি স্বদেশে কুরবানি করতে বাধাপ্রাপ্ত হন, তবে বিদেশে অবস্থানরত স্বজনদের মাধ্যমে তা সম্পন্ন করতে পারেন; এমনকি আফ্রিকার অভাবগ্রস্ত দেশগুলোতেও কুরবানি প্রেরণ করতে পারেন। যদি প্রচলিত পন্থায় কুরবানি প্রদানে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা হয়, তবে আল্লাহ্‌তা'লা ত্যাগের আরও বহুমুখী মাধ্যম উন্মুক্ত রেখেছেন। আল্লাহ্‌তা'লা নির্দেশ দিয়েছেন যে, দরিদ্র ও আর্তমানবতার প্রতি সংবেদনশীল হও, ক্ষুধার্তকে অন্নদান করো এবং তাদের অভাব মোচনে সচেষ্ট থাকো। মহান আল্লাহ্ হজ্জের সাথে কুরবানির বিধান রেখেছেন সত্য, তবে কুরবানির আরও বিবিধ ক্ষেত্র ও অবকাশ রয়েছে, যা থেকে আমাদের আধ্যাত্মিক সুফল গ্রহণ করা উচিত। তদুপরি, সময় এবং সম্পদের উৎসর্গও এক মহান কুরবানি; এর জন্যও আমাদের নিরলস প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা প্রয়োজন। অধিকন্তু, আল্লাহ্‌তা'লা যে সকল গর্হিত কর্ম থেকে নিষেধ করেছেন, তা থেকে নিজেকে নিবৃত্ত রাখাও এক প্রকার আত্মিক কুরবানি।

হুজুর আনোয়ার (আই.) বলেন:

অতঃপর 'হুকুকুল ইবাদ' বা সৃষ্টির অধিকার আদায় করাও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এর পরিধিতে স্বামী-স্ত্রী, ভ্রাতা-ভগিনী এবং নিকটাত্মীয়, সকলের অধিকারই পরিব্যাপ্ত; এমনকি প্রতিবেশী ও মহল্লাবাসীদেরও হক বা পাওনা রয়েছে, যা সংরক্ষণ করা একান্ত কর্তব্য। ইসলাম তো শত্রুর অধিকারও সুনির্দিষ্ট করেছে এবং অমুসলিমদের অধিকারকেও সমুন্নত রেখেছে। আমরা যদি সৃষ্টির এই অধিকারসমূহ পরিপূর্ণ নিষ্ঠার সাথে পালন করি, তবে সেই জনসেবামূলক কর্মসমূহ মাঝেমধ্যে 'ইবাদতের' মহিমা ও মর্যাদা লাভ করে। এমতাবস্থায় আমাদের (আনুষ্ঠানিক) ইবাদতে বাধা দেওয়া হলেও আধ্যাত্মিক বিচারে তাতে কোনো হেরফের হয় না। আল্লাহ্ কেবল এতেই সন্তুষ্ট হন না যে তোমরা একটি ছাগল কুরবানি করে দিলে; বরং আল্লাহ্‌তা'লা হুকুকুল ইবাদ বা আর্তমানবতার অধিকার আদায়ের মাধ্যমেই প্রকৃত সন্তুষ্ট হন।

হাদিসে বর্ণিত হয়েছে যে, তোমাদের কেউ ততক্ষণ পর্যন্ত মু'মিন হতে পারবে না, যতক্ষণ না সে তার ভাইয়ের জন্য তা-ই পছন্দ করে, যা সে নিজের জন্য পছন্দ করে। মহানবী (সা.) বলেছেন, তোমরা ততক্ষণ জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না যতক্ষণ না তোমরা ইমান আনো, আর তোমরা ততক্ষণ প্রকৃত মু'মিন হতে পারবে না যতক্ষণ না তোমরা একে অপরকে ভালোবাসবে।

অতএব, আহ্‌মদীদের উচিত পারস্পরিক সকল তিক্ততা ও রেষারেষি সমূলে নির্মূল করা; যেন আমরা কেবল পরকালীন জান্নাতেরই উত্তরাধিকারী না হই, বরং এই পৃথিবীতেও এক জান্নাতসম সমাজ নির্মাণ করতে পারি। বর্তমানের এই সংকটময় পরিস্থিতিতে আহ্‌মদীদের জন্য এটি অপরিহার্য যে, তারা সকল মনোমালিন্য দূর করে এক সুষমামণ্ডিত ভ্রাতৃত্বের ভিত্তি স্থাপন করবে-যাতে বিরুদ্ধবাদীরা কোনোভাবেই আমাদের ঐক্যের মধ্যে ফাটল ধরাতে না পারে। আমাদের হৃদয়ে যদি প্রকৃত 'তাকওয়া' বা খোদাভীতি জাগ্রত হয়, তবেই আমরা আল্লাহ্‌র সান্নিধ্য লাভে ধন্য হব। এমতাবস্থায় (পশু) কুরবানি করার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়েও আমরা প্রকৃত কুরবানিদাতার আত্মিক মর্যাদা লাভে সমর্থ হব।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন:

আমাদের মহানবী (সা.) যে জামা'ত গঠন করেছিলেন, তাঁদের প্রত্যেকেই ছিলেন পবিত্র আত্মার অধিকারী এবং প্রত্যেকেই স্বীয় প্রাণ ধর্মের তরে উৎসর্গ করেছিলেন। তাঁদের মধ্যে একজনও এমন ছিলেন না, যিনি কপটতাপূর্ণ বা মুনাফিকসুলভ জীবন অতিবাহিত করতেন।

হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেনঃ

আল্লাহ্ করুন, আমাদের এই ঈদ যেন কেবল লৌকিকতা বা বাহ্যিক আড়ম্বর আর লোকদেখানো উৎসবে পর্যবসিত না হয়; বরং তা যেন হয়ে ওঠে আল্লাহ্র অধিকার ও সৃষ্টির অধিকার পরিপালনের এক অনন্য মহিমা। আমরা যেন ক্রমাগত তাঁর অনুগ্রহরাজি লাভে ধন্য হতে পারি। আপনারা কায়মনোবাক্যে দোয়া করুন এবং দোয়াগুলোতে সেই সকল শহীদগণের সন্তানদেরও স্মরণ রাখুন-যাঁরা সত্যের তরে পরম আত্মত্যাগের দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। আল্লাহ্তা'লা তাঁদের এবং তাঁদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে আপন পরম আশ্রয়ে ও হিফাজতে রাখুন। বন্দি ভাইদের মুক্তির জন্যও দোয়া করুন। বিশেষ করে পাকিস্তানে, যেখানে আইনের মাধ্যমে বিচিত্র বিধি-নিষেধ আরোপ করা হয়েছে। দোয়া করুন যেন আল্লাহ্তা'লা এই সকল প্রতিবন্ধকতা দূরীভূত করেন এবং আমাদের প্রকৃত অর্থে প্রকাশ্যে ইবাদতের অধিকার আদায় করার তৌফিক দান করেন। সকল অন্তরায় অপসারিত হোক এবং আমরা যেন পূর্ণ স্বাধীনতার সাথে পশু কুরবানিও সম্পন্ন করতে পারি। আল্লাহ্তা'লা আমাদের সেই প্রজ্ঞা ও দিব্যজ্ঞান দান করুন যেন আমরা এই কুরবানিগুলোর অন্তর্নিহিত চেতনা ও রূহ অনুধাবন করতে পারি।

খুতবার শেষাংশে হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেনঃ

এরই সাথে আমি খুতবার সকল শ্রোতাকে এবং এখানে উপস্থিত সকলকে 'ঈদ মোবারক' জানাচ্ছি। আল্লাহ্তা'লা এই ঈদকে পরম বরকতময় ও কল্যাণবহ করুন।

আলহামদুলিল্লাহি নাহ্মাদুহূ ওয়া নাসতায়ীনুহূ ওয়া নাসতাগ্ফিরুহূ ওয়া নু'মিনুবিহী ওয়া নাতাওয়াক্কালু আলাইহি ওয়া না'ঊযুবিল্লাহি মিন শুরুরি আনফুসিনা ওয়া মিন সায়্যিআতি আ'মালিনা-মাইয়্যাহ্দিহিল্লাহু ফালা মুযিল্লালাহু ওয়া মাই ইউয্লিলহু ফালা হাদিয়ালাহু-ওয়া নাশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্দাহু লা শারীকালাহূ ওয়ানাশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহূ ওয়া রাসূলুহু-

'ইবাদাল্লাহি রাহিমাকুমুল্লাহু-ইন্নাল্লাহা ইয়া'মুরু বিল 'আদলি ওয়াল ইহসানি ওয়া ঈ'তাইযিল কুরবা ওয়া ইয়ানহা 'আনিল ফাহ্শাই ওয়াল মুনকারি ওয়াল বাগ্ই-ইয়াহযুকুম লা'আল্লাকুম তাযাক্কারুন। উযকুরুল্লাহা ইয়াযকুরকুম ওয়াদ'উহু ইয়াসতাজিবলাকুম ওয়ালা যিক্রুল্লাহি আকবর।

('মজলিশ আনসারুল্লাহ্ ভারত' কর্তৃক প্রকাশিত সংক্ষিপ্ত উর্দূ খুতবা ঈদ উল আযহা ২০২৪'র অনুবাদ)

Bengali Khulasa Khutba Eid ul Adha
Huzoor Anwar(at)
06 June 2025
Distributed by

Ahmadiyya Muslim Mission
.....................*P.O*........................
Distt........................*Pin*.........*W.B*

To,
— — — — — — — — — — — — —
— — — — — — — — — — — — —
— — — — — — — — — — — — —
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

বিশদে জানতেঃ Toll Free No.1800 103 2131 www.alislam.org | www.mta.tv | www.ahmadiyyamuslimjamaat.in